দৈনিক ইনকিলাব

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

101

তারিখ 17 JAN 1987
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

উপজেলা পরিক্রমা

গোয়ালন্দ

ইস্টীমারের "বোঁ" সংকেতে মুখরিত গোয়ালন্দ এখন কালের নীরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মরা পদ্মার তীরে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তৎকালীন ফরিদপুর জেলার গোয়ালন্দ বন্দর শহরে প্রতিষ্ঠা। এ সময়ে ফরিদপুরের রাজেন্দ্র কলেজের দক্ষিণ-পূর্বে গোর্দা পর্যন্ত প্রায় ১৬ দশমিক ০৯০ বর্গ কিলোমিটারব্যাপী পদ্মার খাঁড়ি ছিলো এবং এ খাঁড়িকে বলা হতো ঢোল সমুদ্র। এরই পশ্চিমে দুস্যু গাঞ্জালিশের বিশাল সেনানিবাস ছিলো। দুস্যু গাঞ্জালিশের নামানুসারেই এ শহরের নাম গোয়ালন্দ হয়েছে বলে সবার ধারণা। রূপালী ইলিশ ও তরমুজ প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ মৎস্য রফতানী কেন্দ্র এ গোয়ালন্দ বন্দর শহর ১৮৭১ সালে মহকুমায় রূপান্তরিত হয়। ১৯৮৩ সালের ৭ নভেম্বর রাজবাড়ী জেলার অন্তর্গত গোয়ালন্দকে উপজেলায় রূপান্তরিত করা হয়। এতে প্রাচীন ঐতিহ্য হারিয়ে নতুনের দ্বার উন্মোচিত হয়। তবে এখনো এখানে বহুবিধ সমস্যা আছে।

গোয়ালন্দের ভৌগোলিক অবস্থান ২৩·৪৫ উত্তর অক্ষায়াংশে ও ৮৯·৩৯ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। ইউনিয়ন ৪টি এবং ৭৩টি গ্রাম সমন্বয়ে গঠিত এ উপজেলার আয়তন ৬৯ দশমিক ১৮৭ বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা ১৯৮১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী মোট ৭৭ হাজার ২শ' ৬৮ জন। এর মধ্যে ৪০ হাজার ১শ' ৫০ জন পুরুষ ও মহিলা ৩৭ হাজার ১শ' ৯ জন।

এ উপজেলার মসজিদ ৫৮টি, মন্দির ১টি, কমিউনিটি সেন্টার ৪টি, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র ১টি, এতিমখানা ১টি, বাণিজ্যক ব্যাংক ৩টি, ডাক ঘর ২টি, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ১টি, গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র ১টি, পশু চিকিৎসালয় ও কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র ১টি, খাদ্য গুদাম ৭টি, বীজাগার ২টি, জলমহাল ৬টি ও বেড়িবাঁধ ৯ দশমিক ৩৪৫ কিলোমিটার।

শিক্ষা ব্যবস্থা

এ উপজেলায় উচ্চ বিদ্যালয় ৩টি, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২টি, প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩৫টি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আসবাবপত্র ও বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা উপকরণের অভাব রয়েছে। খেলাধুলার তেমন ব্যবস্থা না থাকায় তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে রয়েছে। এখানে কোন কলেজ নেই। সবে গত অক্টোবর মাসে এখানে 'কামরুজ্জামান' নামে ১টি বেসরকারী কলেজের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে।

কৃষি

গোয়ালন্দ উপজেলা কৃষি ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। এর একমাত্র কারণ এলাকার জমি পদ্মা নদীর চরের বেলে দোঁয়াশ মাটি। এ জমি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষের অনুপযোগী।

এখানকার প্রধান ফসল হচ্ছে ধান, পাট, গম, আলু, চীনাবাদাম, মিষ্টি আলু, মরিচ, তরমুজ ও আখ। এককালে এখানকার তরমুজের সুখ্যাতি ছিলো।

মোট আবাদী জমির পরিমাণ হচ্ছে ২৪ হাজার ৫শ' একর, অনাবাদী জমি ১১ হাজার ৪শ' ৮০ একর, পতিত জমি ৫শ' একর, খাস জমির পরিমাণ ৮শ' একর। এর মধ্যে একফসলী জমি ১৪ হাজার একর, দু'ফসলী জমি ৮ হাজার ৫শ' একর এবং তিনফসলী জমির পরিমাণ ২ হাজার একর। এখানে গভীর নলকূপ ২টি, অগভীর নলকূপ ৩৭টি এবং হস্তচালিত নলকূপ রয়েছে ৬শ' ৪টি। কৃষি পরিবারের সংখ্যা ১১ হাজার ৫শ' ৮৪টি এবং কৃষি মজুর পরিবারের সংখ্যা ৫ হাজার ৬শ' ৩৭টি।

যোগাযোগ

এ উপজেলার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ছোঁয়া আজও দেখা যায়নি। রাজবাড়ী জেলা শহরের সাথে একমাত্র সুবিধাজনক যোগাযোগ মাধ্যম রেল। রেল লাইনের কথা না বলাই বোধহয় ভালো। অবস্থা এতোই করুণ যে, ৭ মাইল রেল সড়ক অতিক্রম করতে মেল ট্রেনের সময় লাগে এক ঘন্টা। অপরদিকে বাসযোগে গোয়ালন্দ যেতে মাঝপথে ফরিদপুর-গোয়ালন্দগামী বাসে চাপতে হয়। এতেও সময় ছাড়াও যাত্রীদের ৩ গুণ অর্থদণ্ড দিতে হচ্ছে। এ উপজেলায় রেল স্টেশন ২টি, বাস স্ট্যাণ্ড ৩টি, ফেরী ও লঞ্চ ঘাট ১টি।

ফেরীঘাটের গুরুত্বপূর্ণ বাস স্ট্যাণ্ডের যাত্রী ছাউনি ও ফেরীঘাটের টার্মিনাল আজও গড়ে উঠেনি। ফলে রোদ, বৃষ্টি ও দুর্যোগ যাত্রীদের নিত্যদিনের সাথী। এখানে রেল সড়ক রয়েছে ১৬ দশমিক ০৯০ কিলোমিটার, পাকা সড়ক ৯ দশমিক ৩৫৪ কিলোমিটার, কাঁচা রাস্তা ৪৮ দশমিক ২৭০ কিলোমিটার এবং আধাপাকা রাস্তা রয়েছে ১ কিলোমিটার।

চিকিৎসা

এখানে কোন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র নেই। তাছাড়া উপজেলা শহরে একটি মাত্র ৩১ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল রয়েছে। এখানে চিকিৎসার জন্য ছুটে এসে শুধু একখানা ব্যবস্থাপত্র ছাড়া প্রয়োজনীয় ওষুধ পাওয়া যায় না। রোগীদের চিকিৎসার সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেই।

হাট-বাজার

হাট-বাজার মোট ৪টি। এর মধ্যে গোয়ালন্দ শহরে একটি। বর্ষার সময় জলমগ্ন অবস্থা বিরাজ করে। চলাচলের অযোগ্য। কোন রাস্তা নেই চলাচলের জন্য। এখানে অবৈধ মদের দোকান এবং সন্ধ্যায় মাতালদের দৌরাত্ম্যে জনজীবন অতীষ্ঠ।